কালের কণ্ঠ

তারিখ . . 05 DEC 2016 . . .
পৃষ্ঠা ১৮ কলাম . . . ৬ . . .

জলঢাকায় বার্ষিক পরীক্ষা বর্জন

নীলফামারী ও জলঢাকা প্রতিনিধি ▷

নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলার শিমুলবাড়ি এস সি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে বার্ষিক পরীক্ষা বর্জন করেছে শিক্ষার্থীরা। গতকাল রবিবার বিদ্যালয় চত্বরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত অবস্থান করে তারা। পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ রাশেদুল হক প্রধানের মধ্যস্থতায় পরীক্ষা দুই দিনের জন্য স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ অস্বীকার করে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক জ্যোতিষ চন্দ্র রায় বলেন, 'শিক্ষার্থীদের অভিযোগ সত্য নয়। এখানে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্য আতাউর রহমান, মোজাহারুল ইসলাম এবং শাহিনূর রহমান ভুয়া অভিযোগ তুলে উসকে দিয়েছে শিক্ষার্থীদের। সঠিক নিয়মে দায়িত্বশীলতার সঙ্গে বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক রেজাউল করিম প্রশ্নপত্র তৈরির প্রক্রিয়াটি শেষ করেছেন। কোনো প্রশ্ন ফাঁস হয়নি, এমন কোনো অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি অভিযোগকারীরা।'

প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ

শিক্ষার্থীদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা শুরু হয় গত ২৯ নভেম্বর। গত শনিবার বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষায় তারা বুঝতে পারেন এলাকার কোচিং সেন্টারের শিক্ষার্থীদের কাছে প্রশ্ন ফাঁস করা হয়েছে। এ কারণে শনিবার পরীক্ষা বর্জন করে নতুন প্রশ্নপত্রের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানায় তারা। রবিবার বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষা দিতে এসে একই অবস্থা বুঝতে পেরে তারা পরীক্ষা বর্জন করে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বিদ্যালয় চত্বরে অবস্থান করে।

বিদ্যালয়ের সপ্তম শ্রেণির ছাত্র ছোটন ইসলাম বলে, 'যারা কোচিং সেন্টারের স্যারদের কাছে পড়েছে তারা পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পেয়েছে। পরীক্ষা দিতে বসে আমরা দেখেছি ওই কোচিং সেন্টারে পড়া শিক্ষার্থীরা প্রশ্ন হাতে পাওয়ার আগে খাতায় উত্তর লিখতে শুরু করে। এ কারণে গত শনিবার বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা আমরা বর্জন করে নতুনভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানাই।'

বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী বাবলু রশিদ বলে, 'স্যারদের কাছে যারা প্রাইভেট পড়েছে তারা পরীক্ষার আগে প্রশ্ন পেয়েছে। এ কারণে তারা পরীক্ষার হলে প্রশ্ন দেওয়ার আগেই উত্তর লেখা শুরু করে। আমরা এভাবে পরীক্ষা দিতে চাই না। আমরা সারা বছর পড়াশোনা করেছি। যারা অসৎ পথে সুবিধা নিয়েছে তাদের মেধার কাছে আমরা হারতে চাই না। গত শনিবার নতুনভাবে প্রশ্ন তৈরি করে পরীক্ষা নেওয়ার দাবি জানানো হলেও রবিবার জানতে পারি সেই প্রশ্ন পরিবর্তন করা হয়নি।'

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মুহাম্মদ রাশেদুল হক প্রধান বলেন, 'অভিযোগ পেয়ে বিদ্যালয়ে এসে শিক্ষক এবং অভিভাবক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে কথা বলেছি। আমি দুই দিন পরীক্ষা স্থগিত রাখার পরামর্শ দিয়েছি। এর মধ্যে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রধান শিক্ষককে বলেছি।'